যুগান্তর

তারিখ: 22 OCT 2012
পৃষ্ঠা: ১৮ কলাম: ৩

ছাত্রলীগের সন্ত্রাস

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি মওদুদের

যুগান্তর রিপোর্ট

বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিচারের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস মানেই ছাত্রলীগ। বর্তমান সরকারের সময়ে বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রলীগের এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিচারের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনীতিবিদ ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কনভেনশন করা এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া উচিত। সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা গেলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করা যেতে পারে বলেও মনে করেন বিএনপির এই নেতা। রোববার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস' শীর্ষক এক বক্তৃতায় তিনি এ দাবি জানান। 'মুক্তচিন্তা ফোরাম' নামের একটি সংগঠন এ বক্তৃতার আয়োজন করে। এ সময় সংগঠনের সভাপতি সাংবাদিক আমিরুল মোমিনীন মানিক উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রলীগ তাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে দাবি করে মওদুদ আহমদ বলেন, স্বাধীনতার আগে ও পরে ছাত্রলীগের ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই সরকারের চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চারশ'টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আর এসব ঘটনায় ২৩ জন খুন হয়। ছাত্রলীগ এ সরকারের অন্যতম কলংক। তারা সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। কিন্তু সরকার নিষ্ক্রিয়। কারণ তারাই ছাত্রলীগকে প্রশ্রয় দেয়।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী পদ্মাসেতুর নাম করে ছাত্রলীগকে সারাদেশে চাঁদা তোলার লাইসেন্স দিয়েছেন। আর ছাত্রলীগ সেই চাঁদা তুলতে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরীহ ছাত্রদের ওপর বর্বর হামলা চালাচ্ছে। আর সেই চাঁদা তুলতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ হয়েছে এবং সেখানে একজন নিহত হয়। ছাত্রলীগের এই লাগামহীন সন্ত্রাসী কার্যক্রমই প্রমাণ করে, দেশে এখন আইনের শাসন বলতে কিছু নেই।

গণমাধ্যম বন্ধের ষড়যন্ত্র করছে সরকার: প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমকে আমন্ত্রণ না জানানোর সমালোচনা করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাবার পথ অনুসরণ করে দু'-চারটি গণমাধ্যম রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছেন বলে আশংকা হচ্ছে। আবারও বাকশাল কায়েমের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারা এসব করছে। রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে তিনি এ আশংকার কথা জানান। যুবদলের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের মুক্তির দাবিতে ঢাকা-১৩ আসন (মিরপুর-পল্লবী) যুবদল এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

বিএনপির সহ-তথ্য বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা মীর নেওয়াজ আলী, হারুনুর রশীদ, হারুন, আবদুল বারী, আঃ খালেক, জাহাঙ্গীর হাওলাদার, মজনু হোসেন প্রমুখসহ মিরপুর-পল্লবী থানা যুবদলের নেতাকর্মীরা মানববন্ধনে অংশ নেন।